যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ার তৈরির আরও টিপস | দুই, তিন ও চারের পাতায়

নিজস্ব সত্তার বিকাশ ঘটলেই উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়া সম্ভব

ছোট থেকেই সন্তান কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে, ভবিষ্যতে কোন ক্ষেত্রে চাকরি করবে, সবকিছু সিদ্ধান্তই নেন বাবা-মায়েরা। এই সমস্ত কিছু যদি বাবা-মায়েরাই ঠিক করে দেন, তাহলে শিক্ষার্থীর বা কর্মপ্রার্থীর চাহিদা বা ইচ্ছার কি কোনও মূল্যই নেই? ছোটবেলায় অনেক বাবা-মায়েরাই বলেন, তুমি এই বিষয়ে নিয়ে পড়বে, এই চাকরি করবে। কিন্তু তাঁরা একবারও কি ভেবে দেখেন তাঁদের সন্তান ঠিক কী চাইছে? কোন বিষয় নিয়ে পড়তে তার ভালো লাগছে। আসলে অভিভাবকরা ভাবেন সন্তানের ব্যাপারে তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সঠিক। ছোটবেলায় কারওর হয়তো আঁকার প্রতি আগ্রহ থাকে অথবা কারওর হয়তো গানের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু বাবা-মায়ের এই সমস্ত পছন্দ নয়। তাঁদের ইচ্ছে সন্তান বড় হয়ে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হোক। তাই জোর করে পড়াশোনার প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। পড়াশোনা করাটা অবশ্যই দরকার। কিন্তু আগে দেখে নেওয়া দরকার সে কোন বিষয়ে বেশি আগ্রহী। ভালো আঁকতে পারলে সে আঁকাকে মাধ্যম করেই সুন্দর কেরিয়ার তৈরি করতে পারবে, তেমনি গানের প্রতি আগ্রহ থাকলে সে গান নিয়েও ভবিষ্যতে কেরিয়ার করতে পারবে। অযথা চাপ সৃষ্টি করলে হয়তো কোনও দিকেই সে সফল না-ও হতে পারে। তখন হিতে বিপরীত হবে। এ-কূলও যাবে ও-কূলও যাবে। এতে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে যায়।

সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। কিন্তু কোনও ভাবে সেই আশা যেন তার উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে হোক বা কর্মক্ষেত্রে হোক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার পরও অভিভাবক নানান বিষয়ে তাঁদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য করেন। এতে তার মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় কারওর হয়তো খুব ইচ্ছে স্বাধীন ভাবে নিজে ব্যবসা করবে। কিন্তু অভিভাবকের ইচ্ছে ছেলে স্যুট-বুট পরে গলায় টাই ঝুলিয়ে অফিস যাক। বাবা-মায়ের ইচ্ছে পূরণ করতে হয়তো সন্তান তাই করে। কিন্তু তার অফিসে হয়তো কোনও ভাবেই মন বসছে না। ফলে অফিসে বসের কাছেও কথা শুনতে হচ্ছে। সুতরাং দিন দিন তাকে হতাশা, ব্যর্থতা গ্রাস করতে পারে।

একটি সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা গেছে, ভারতীয়দের মধ্যে ৮২ শতাংশ অভিভাবক সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা তাঁরাই ঠিক করে দেন। এবং তাঁদের মতামতকেই প্রাধান্য দিতে পছন্দ করেন। এই ঘটনা শুধুমাত্র ভারতীয় অভিভাবকদের ক্ষেত্রেই ঘটে এমনটা নয়, এই নজির অনেক দেশেই দেখা যায়। যেমন ব্রাজিলের ৯২ শতাংশ অভিভাবক সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদাকেই গুরুত্ব দেন। চিনে আবার ৮৭ শতাংশ অভিভাবকের এরকম ধারণা রয়েছে। অর্থাৎ দেখা গেল এই বিষয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে ব্রাজিল, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত।

আসলে বাবা-মায়েরা ভাবেন সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সঠিক। সন্তান সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আসলে তাঁদের ধারণা, মোটা অর্থ রোজগার মানেই ভালো কেরিয়ার। তাই জানতে চান না, সন্তান কী চায়, কোন দিকে তার আগ্রহ রয়েছে। শুধু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হলেই কেরিয়ারে সফল, অন্য কিছু করলে সফল নয়, এমন ভাবনা কি সঠিক? প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু সত্তা থাকে। সেই সত্তার বিকাশ ঘটাতে দেওয়া উচিত। গান, বাজনা, লেখালিখি করে বা আঁকার মাধ্যমে কেরিয়ার তৈরি করতে চাইলে সেই কেরিয়ার ব্যর্থ এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। যার যে সত্তা রয়েছে তার সঠিক বিকাশ ঘটলেই সে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে সক্ষম হবে। তাই পড়াশোনা বা কেরিয়ার— যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

উদ্যোক্তা হবার পদক্ষেপ

ব্যবসার নানা সুলুক-সন্ধান | পাঁচের পাতায়

অনেকেরই ইচ্ছে থাকে নিজে ব্যবসা করবেন। অন্য জায়গায় চাকরি করার থেকে নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করাটা অনেকেরই পছন্দ। কিন্তু কী ব্যবসা করবেন, কীভাবে ব্যবসা শুরু করবেন বা কীভাবে ব্যবসা করলে সেটা লাভজনক হবে— এই সব নিয়ে অনেকেরই সঠিক ধারণা থাকে না। তার উপর ভুল পথে চালিত করার মানুষের তো অভাব নেই। তাই ব্যবসা করার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলোর কথা ভেবে পিছুপা হওয়ার কোনও কারণ নেই। ব্যবসা করার আগে প্রথমেই কিছু পদক্ষেপ ভাবতে হবে। সেই পদক্ষেপ অনুযায়ী ধাপে ধাপে এগোতে হবে। অর্থাৎ সবার আগে আপনাকে একজন ভালো উদ্যোক্তা হতে হবে। একজন উদ্যোক্তাকে ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হয় এবং সেই পদক্ষেপ সঠিক হলে ব্যবসায় লাভ হয়। মাথায় রাখতে হবে, উদ্যোক্তাকে কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়। তবে যদি আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তবে এর মাধ্যমে যে সাফল্য এবং অর্থ অর্জন করতে পারবেন, তা যে কোনও ভালো চাকরির থেকেও

বেশি উপার্জন করতে পারবেন। ফলে এর থেকে আর্থিক এবং মানসিক, দুটো দিকেই আপনি স্যাটিসফাই হবেন। আপনি কি ভাবছেন উদ্যোক্তা হওয়া খুব কঠিন? যদি এমন ভাবেন তাহলে আপনার ধারণা ভুল। কারণ আপনার যদি ভালো আইডিয়া, ধৈর্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকে, আপনাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। খুব সহজেই আপনি আপনার নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারবেন এবং তাতে সফলও হবেন। দ্রুত নিজেই নিজের বস হতে সক্ষম হবেন। তার জন্য যে-বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে সেগুলো নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত, সবার আগে আপনাকে একটা ভালো আইডিয়া ভেবে নিতে হবে। বেশির ভাগ ব্যবসাই কিন্তু শুরু হয় ভালো আইডিয়ার মাধ্যমে, হোক না সেটা পণ্য অথবা গ্রাহকের জন্য সেবা প্রদান অথবা পণ্য ও সেবা দুটোই। তাতে কী যায়-আসে? আপনার আইডিয়া নিয়েই আপনার পরবর্তী কাজগুলো এগোবে।

আইডিয়া ভেবে নেওয়ার সময় বাজারে প্রচলিত পণ্য বা সেবাকে গ্রহণ করার জন্য গ্রাহককে আপনি ভিন্ন উপায়ে কীভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন, গ্রাহকের কাছে আপনার পণ্য আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন কীভাবে সেটা আগে ভেবে নিন।

তৃতীয়ত, ভাবতে হবে মূলধনের বিষয়ে। কারণ ব্যবসায় মূলধন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনার আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন, উৎপাদনের সময় ও এর জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা, কী পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হবে সেই বিষয় চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আর যদি কোনও আইডিয়া না থেকে থাকে তাহলে চিন্তা করার কিছু নেই। তারও উপায় রয়েছে। প্রথমে আপনাকে মার্কেট টার্গেট বা ক্রেতা চিহ্নিত করতে হবে, তাঁদের কে কোন ধরনের পণ্য/সেবা দিতে চান, সেই সব পণ্য/সেবা তাঁরা কোথা থেকে কীভাবে কেনেন, ওই সব পণ্য/সেবার কোনও গুণগত বিষয়টি তাঁরা পছন্দ করেন বলে কিনছেন, এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। তার মধ্যে থেকে প্রথমে যে কোনও ৩টি নির্বাচন করুন, এগুলোর উৎপাদন খরচ, সময় এবং জনপ্রিয়তা যাচাই এবং বাছাই করুন। এবার বেছে নিন কোন পণ্য/সেবার আইডিয়া আপনার জন্য সহায়ক

এরপর পাঁচের পাতায়

লিংকডইন: চাকরি পাওয়ার সহায়ক

চাকরির খোঁজ-খবর আর টিপস | ছয়, সাত ও আটের পাতায়

বর্তমানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের সঙ্গে কম-বেশি আমরা সকলেই পরিচিত। ফেসবুক-ট্যুইটার বলতে গেলে আমাদের রোজকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে তো হোয়াটস অ্যাপ রয়েইছে। কিন্তু লিংকডইন-এর সঙ্গে আমরা অতটা অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। ফেসবুক, ট্যুইটার বা জি-প্লাসের মতোই একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হল লিংকডইন (linkedin.com)। তবে অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের সঙ্গে এর একটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে যোগাযোগটা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা অতি আপন কারওর সঙ্গে হয় না। লিংকডইন-কে এক কথায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ পেশাদারদের কমিউনিটি বলা যেতে পারে। বর্তমানে লিংকডইনের সদস্য সংখ্যা ৪০ কোটিরও বেশি। অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানে পৃথিবীর নামীদামি প্রতিষ্ঠানগুলো তো বটেই, এমনকী তাদের সিইও-ম্যানেজার থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মীদেরও প্রোফাইল রয়েছে। তাহলে লিংকডইনের ক্ষেত্রটা বুঝতে পারছেন তো। দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তিরা নিয়মিতই তাঁদের প্রয়োজনীয় জনবল খুঁজে নিচ্ছেন সেখান থেকে। তাঁদের কোম্পানির উপযুক্ত কর্মীকে নিমেষের মধ্যে বাছাই করে নিচ্ছেন এই মাধ্যমে। তাই লিংকডইনে একটি প্রোফাইল থাকলে তার মাধ্যমে আপনি নিজেকে চাকরিযুদ্ধে অন্যদের থেকে একটু হলেও এগিয়ে রাখতে পারবেন। তার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। লিংকডইন সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি একটু পরিষ্কার হয়ে থাকে, তাহলে এর সুবিধাগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

চাকরির সন্ধান পেতে পারেন: গুগল-অ্যাপলের মতো নামীদামি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান নিয়মিত চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় এই লিংকডইনে। এছাড়া সার্চবারে পাওয়া যাবে পছন্দের চাকরির খোঁজ। লিংকডইনের আর একটি সুবিধা হল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক চাকরির খবর শুধু এখানেই পাওয়া যায়। সেগুলো আর অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় না।

বিশ্বের পেশাদারদের সঙ্গে কমিউনিকেশন: লিংকডইনে একটি প্রোফাইলের মাধ্যমে আপনি সেকেন্ডের মধ্যে যুক্ত হতে পারবেন দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে। যাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে সব ধরনের পেশাদাররা রয়েছেন। এঁদের কাছ

এরপর শেষের পাতায়

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

কেরিয়ার গড়তে পারেন রিটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে

আধুনিকতার হাত ধরে আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে শপিং মল, সুপার মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। তাতে রিটেল ম্যানেজমেন্টের চাহিদাও বেড়ে গেছে। তাই এর মাধ্যমে একটা সুন্দর কেরিয়ার গড়ে তোলা যেতেই পারে। সঠিক সময়ে, সঠিক মূল্যে নির্দিষ্ট গুণমানের পণ্য বা পরিষেবা গ্রাহককে পৌঁছে দেওয়াই হল রিটেল ম্যানেজমেন্টের মূল কথা। ভারতীয় রিটেল ইন্ডাস্ট্রি সারাদেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশের বেশি। তাই সেটা নিয়ে কেরিয়ার গড়ে তোলা খুবই সম্ভবনাপূর্ণ।

রিটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সে কী কী শেখানো হয়: এই কোর্সে প্রধানত শেখানো হয় রিটেলিং কনসেপ্টের বেসিক ডিটেলস। এই পেশায় আসার জন্য প্রয়োজন স্বপ্রতিভা, উপস্থিত বুদ্ধি, ইতিবাচক মনোভাব এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতা। এই কোর্সে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াও শেখা যায় মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, অ্যাকাউন্টিং, ল, এথিকস, বিজনেস কমিউনিকেশন এবং আরও কিছু বিষয়।

এই কোর্স থেকে সেলস, ভিস্যুয়াল মার্চেন্ডাইজার, রিটেল ম্যানেজার, স্টোর ম্যানেজার, রিটেল বায়ার পদে চাকরি পাওয়া যায়।

বেতন: বিশেষত কাজের ধরন অনুযায়ী ও কোম্পানি অনুযায়ী বেতনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। মোটামুটি মাসিক ৮০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত বেতন হতে পারে।

ইনস্টিটিউশন: লজিক্যাল রিজনিং, কনজিউমার কম্প্রিহেনশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে রিটেল ম্যানেজমেন্ট পড়া যায়। আর এই কোর্সের প্রতিষ্ঠানগুলো হল:

১) এনএসএইচএম সেন্টার অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা এবং দুর্গাপুর
২) রুস্তমজি বিজনেস স্কুল, মুম্বই।
৩) বেঙ্গালুরু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাডেমি, বেঙ্গালুরু।
৪) কেএলই সোসাইটি কলেজ অব বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, ভুবনেশ্বর।

তত্ত্ব সাজিয়ে রোজগার

TEAM target@ কেরিয়ার

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সালমা আহমেদ | তনুশ্রী দাস
রেশমি চন্দ্র | মুনিয়া আফরিন
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি)

বর্তমানে প্রতিযোগিতার এই যুগে চাকরি খুঁজতে প্রায় সবাইকেই প্রাণপাত করতে হয়। মনের মতো চাকরি পেতে গেলে কতই না কাঠখড় পোড়াতে হয়। এরপরও চাকরি নিয়ে অনেকেরই অভিযোগ থাকে। অন্যদিকে, ভালো ডিগ্রি হাতে নিয়েও অনেকে চাকরি পান না। পাশাপাশি, অনেকেই আত্মনির্ভরশীল হতে চানন কিন্তু সময় বা পরিস্থিতি তাঁদের সেই সুযোগটুকু দেয় না। সেক্ষেত্রে নিজের ভেতরে থাকা প্রতিভাকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। ঘরে বসেই যদি ভালো উপার্জন করা যায়, তাহলে কে-না এই সুযোগ নেবে? এমনই একটি উপার্জনের পথ হচ্ছে বিয়ের তত্ত্ব সাজানো। লিখেছেন **বৃষ্টি ঘোষ**।

শীত পড়তে না পড়তেই বিয়ে মরশুম শুরু হয়ে যায়। কারণ, শীতে যেমন সেজেগুজে বিয়েবাড়ি যাই বা কোথাও ঘুরতে যাই তেমনই এই সময় বিভিন্ন রকমের ফুল বা শাকসবজি বাজারে পাওয়া যায়। তাই বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীর পরিবার গরমে বিয়ের কথাবার্তা সেরে রাখলেও বিয়ের তারিখ কিন্তু অগ্রহায়ণ বা মাঘেই পাকা করেন। আর এই বিয়ে ঘিরেই মেতে ওঠে সমগ্র পরিবেশ। কিন্তু বিয়ের অর্থ শুধুই খরচ নয়, এই সময় অনেকেই ইচ্ছে করলে উপার্জনও করতে পারেন। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বিয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে তত্ত্বের আদান-প্রদান। বরের বাড়ি থেকে কনেকে আশীর্বাদ করাই বলুন বা কনের বাড়ি থেকে বরকে উপহার দেওয়াই হোক, এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তত্ত্ব।

তবে আজকাল আর আগের মতো সাদামাটা আশীর্বাদ কেউই করেন না। আগে শুধু শাখা-সিঁদুরে আশীর্বাদ করাই ছিল সব। এখনও ওই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকলেও এতে পড়েছে আধুনিকতার স্পর্শ। রীতিমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে তত্ত্ব তৈরি করা এখন খুবই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যেমন, বিয়ের আশীর্বাদে মাছ দেওয়া তো প্রায় বাধ্যতামূলক। তা সে বিশাল একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে নেওয়ার চেয়ে বাঁশের ডালায় এটিকে সাজিয়ে নিলে অনেক বেশি সুন্দর লাগে। একই ভাবে কনের শাড়িও আজকাল নানা ভাবে নানা আকারে সাজিয়ে তোলা হয়। কেউ শাড়ি দিয়ে ময়ূর তৈরি করেন তো কেউ পুতুলকে শাড়ি পরিয়ে একটি ছোট্ট বউ সাজিয়ে নিয়ে যান। মোট কথা ড্রাই ফ্রুটস থেকে শুরু করে মিষ্টি, চকোলেট ইত্যাদি হরেক রমক জিনিসই তত্ত্বের ডালায় নতুন রূপে সেজে ওঠে।

তবে নিখুঁতভাবে এই কাজ করতে হলে অবশ্যই চাই প্রপার ট্রেনিং। আজকাল অনেকেই তত্ত্ব সাজিয়ে ভালো উপার্জন করে থাকেন। অনেকের বাড়িতেই এভাবে তত্ত্ব সাজানোর মানুষ থাকে না বা থাকলেও বিয়ের নানা ঝামেলার মধ্যে সেভাবে তত্ত্ব সাজানোর সময় হয়ে ওঠে না। এই ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন একজন প্রোফেশনাল তত্ত্ব ডেকরেটর। বলা যেতে পারে, এমন একজন এক্সপার্টের হাতের পরশ পেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান।

এমনই একজন প্রোফেশনাল তত্ত্ব ডেকরেটর হচ্ছেন দেবারতি পাল চৌধুরী। কাজের ফাঁকে একটু সময় বের করে আমাদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। বললেন, 'এখন তো বিয়ের সিজন চলছে। তাই হাতে কাজ প্রচুর। আর প্রত্যেকটি কাজই আমি খুব মন দিয়ে করি। কারণ, এই কাজটাকে আমি ভালোবাসি। আর কোনও ক্লায়েন্টের যাতে কোনও অভিযোগ না থাকে, সেদিকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই।'

ওঁকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কীভাবে এই কাজের সূত্রপাত হল? উত্তরে বললেন, 'আমার বরাবরই এই ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ করতে ভালো লাগে। প্রথম অবস্থায় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে আমি এভাবে তত্ত্ব সাজাতাম। এই কাজের প্রচুর প্রশংসা পাই। ধীরে ধীরে পরিচিত মানুষের মুখ থেকেই তা ছড়াতে থাকে। এভাবে বন্ধুর বন্ধু বা আত্মীয়দের পরিচিত মানুষের বিয়ের তত্ত্ব সাজানোর অর্ডার পাই। অবশেষে আমার ভালো লাগাকেই আমি পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছি।' জানতে চাইলাম, এই পেশায় খরচ ও উপার্জন কেমন? তিনি বললেন, 'খরচ তো কিছু করতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই কাজের জন্য খুব ছোট ছোট ও চোখে পড়ার মতো জিনিস নির্বাচন করতে হয়। নিখুঁতভাবে করতে হয় প্রত্যেকটি কাজ। আর উপার্জনের কথা বলতে গেলে, যাঁরা অর্ডার দেন তাঁরা এর সম্পূর্ণ দায়িত্বই আমার উপর ছেড়ে দেন। আমি নিজেই সব জোগাড় করি। আবার অনেকে জিনিস কিনে আনেন, আমি সাজিয়ে দিই। তাই ক্লায়েন্টদের রেট ভিন্ন হয়। তবে এর জন্য খাটুনিও করতে হয়। সময়ের সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। তাই হালফ্যাশনে কী চলছে এটা মাথায় রাখতে হয়। কেউ শিখতে চাইলে অবশ্যই শিখতে পারেন এই কোর্স। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কাজ যেমনই হোক তাকে ভালো না বাসলে সেখানে সফল হওয়া যায় না। মন থেকে যে কাজ করবেন সে কাজে সাফল্য মিলবেই।'

কী করবেন

প্রথমেই কোনও প্রোফেশনাল তত্ত্ব ডেকরেটরের খোঁজ নিন। একবার এই বিদ্যা রপ্ত করে নিলে এতে আপনি নিজস্ব ভাবে অ্যাড করতে পারবেন বিভিন্ন উপাদান। নিজের ভেতরের প্রতিভাকে নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কার করুন। এক রকম ডেকরেশনের পরিবর্তে আলাদা আলাদা ডিজাইনের তত্ত্ব সাজান। প্রয়োজনে প্রথম প্রথম রেট কম রাখুন। আপনার কাজের প্রশংসাই ভবিষ্যতে আপনার কাজের উচিত মূল্য দেবে।

ইন্টারভিউয়ের সময় কয়েকটি ব্যাপার মাথায় রাখবেন

যে কোনও পেশায় আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হল 'হয় ভাঙো, নয়তো মচকাও' অংশ। আপনার জীবন-বৃত্তান্ত বা সিভি আপনাকে ইন্টারভিউ অবধি নিয়ে যেতে পারে, আর ইন্টারভিউ আপনাকে চাকরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আপনার সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাকে এমন ভাবে খুশি করতে হবে যেন এই পদে আপনার চাইতে বেশি অন্য কাউকে উপযুক্ত বলে মনে না নয়।

ইন্টারভিউতে আপনার জয় নিশ্চিত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করুন। আপনি জানেন আপনার ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কী কী করা প্রয়োজন। এখানে ইন্টারভিউ সাফল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন কোন বিষয় যথাসম্ভব পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা যতটা অত্যাবশ্যক, ঠিক ততটা অত্যাবশ্যক ইন্টারভিউতে আপনার নিয়োগকৃত পদের অবস্থান এবং কোম্পানি সম্পর্কে নিয়োগকর্তাকে করার জন্য প্রশ্ন প্রস্তুত করা। নিয়োগকর্তারা তাঁদের চাইতে এক ধাপ বেশি চিন্তা করেন এমন প্রতিযোগীদের সম্পর্কে আগ্রহী। সুতরাং ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রশ্নকর্তাকে করার মতো কিছু প্রশ্ন তৈরি করে ফেলুন যেন ইন্টারভিউতে বসে এটা আপনাকে চিন্তা করে বের করতে না হয়।

কোম্পানি সম্পর্কে ওয়াকিবহল থাকা:

আপনি যদি এমন কোনও অবস্থানে থাকেন

থেকে বিরত থাকতে হবে তা উল্লেখ করা আছে।

মানানসই বেশভুষা:

ইন্টারভিউয়ের জন্য উপযুক্ত বেশভুষা পরিধান করুন। সবসময় আপনি যেরকম পোশাক পরিধান করেন তার চাইতে রক্ষণশীল পোশাক পরিধান করুন। অত্যধিক খোলামেলা বা খুব বেশি গয়না, অথবা অদ্ভুত রং যেন পরা না হয় তা নিশ্চিত করুন (পুরুষ বা মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই)।

অপ্রস্তুত উত্তর:

সাধারণত ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সবার জানা আছে, সুতরাং সেগুলো সম্পর্কে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আপনার সমসাময়িক প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো জানার চেষ্টা করুন, আপনার ক্ষমতা এবং দুর্বলতাগুলো কী কী? আগামী দশ বছরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে পছন্দ করবেন? আপনি এই কোম্পানিতে এমন কী আনতে পারেন যা অন্য কেউ করতে পারেন না বা যা অন্য কেউ পারবেন না? আপনার কেরিয়ারের কোন অংশটি আপনাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে? উল্লেখিত এই প্রশ্নগুলো সাধারণত বেশিরভাগ ইন্টারভিউতেই করা হয়।

অপ্রস্তুত প্রশ্ন:

আপনার ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে যে একটি ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু কোম্পানি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, তবে আপনি একটি ভুল করেছেন। ইন্টারভিউয়ের পূর্বে নিয়োগকৃত পদের অবস্থান এবং কোম্পানি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিতে হবে। অতএব, আপনি কোম্পানি সম্পর্কে একটি বুদ্ধিমান এবং ওয়াকিবহাল আলোচনা করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া আপনি আরও ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন।

ভুল করে কিছু বলা:

ভুল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হলেও, মানুষ প্রায়ই এই ভুল করে থাকে। মানুষ দুর্ঘটনাক্রমে ভুল জিনিস বা ভুল ধারণা করে থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাউকে ছোট দেখানো অথবা হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। এই ধরনের যে কোনও একটি ভুল আপনাকে নিয়ে যেতে পারে ইন্টারভিউয়ের বাইরে। সুতরাং যথাসম্ভব বুদ্ধিমত্তার এবং বিবেচনার সঙ্গে আপনি যা বলছেন তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

মোবাইল ফোন:

আপনার ফোনটি সুইচঅফ কিংবা মিউট করা আছে কিনা ইন্টারভিউয়ের আগে তা নিশ্চিত করুন। ইন্টারভিউয়ের সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলে, তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছুই নেই।

সময় পরীক্ষা করা:

ইন্টারভিউয়ের মাঝখানে আপনার ঘড়ি বা দেওয়াল ঘড়ির প্রতি নজর না দেওয়ার প্রতি সতর্ক থাকুন। সাক্ষাৎকারের আগে আপনার ঘড়িটি বন্ধ করে নিতে পারেন, যেন ইন্টারভিউয়ের সময় দুর্ঘটনাক্রমে আপনার চোখ ওইদিকে না যায়।

খুব তাড়াতাড়ি বেতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা:

ইন্টারভিউতে বেতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, একটি কোম্পানিতে কাজ করার সময় এটা সম্ভবত আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ণয় করা হয়। অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেতন এবং সুবিধা আপনাকে জানানো হবে। কাজ খুঁজছেন এমন অনেক মানুষ আছেন, তাঁরা শুধু টাকা চান এবং কোম্পানি বা পেশা সম্পর্কে গ্রাহ্য করে না, এই হিসাবে যদি আপনি সূচিত হন, তবে এটা আপনার বিরুদ্ধে কাজ করবে।

আপনার চাহিদা প্রদান:

ইন্টারভিউতে যদি এমন হয় আপনি বেকার ও চাকরি খুঁজছেন (বা চাকরির সুযোগ খুঁজছেন), সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কোনও চাহিদা নেই। অতএব, ইন্টারভিউতে আপনার কোনও দাবি তুলে ধরা উচিত নয়। তারা আপনাকে উপহাস করবে এবং সম্ভবত আবার আপনি আর কল না-ও পেতে পারেন। ব্যক্তিমাত্রই সহমর্মী সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে চান; সন্দেহজনক এবং জটিল মানুষের সঙ্গে নয়।

অন্যান্য কাজের প্রস্তাব সম্পর্কে বলা:

যদি আপনি ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন অন্যান্য কোম্পানি আপনাকে কী পজিশন প্রস্তাব করছে সে সম্পর্কে বলার, তবে সেটি হবে একটি হাস্যকর ইন্টারভিউ। এটাকে পৃথক রাখা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ভাবতে পারেন আপনি ইতিমধ্যে একটি কাজ পেয়েছেন বা অন্য কোথাও কাজ করছেন। তাঁরা নিশ্চয় এমন কাউকে চাকরি দেবেন না যিনি একটি কাজ পেয়েছেন বা অন্য কোথাও কাজ করছেন।

অনেক নাম উল্লেখ:

চাকরির ক্ষেত্রে নাম একটি ডবল নিরাপদ তলোয়ার হতে পারে এমনটা ভাবার কোনও মানে নেই। কাজের বাজারে যোগাযোগ যদিও গুরুত্বপূর্ণ, প্রায়ই অনেকে তা ভুল কাজে ব্যবহার করেন। আপনি নিশ্চয় এমন কাউকে দেখতে চান না যে কেবল তার সংযোগের দ্বারা নিজে পরিচিত হতে চায়।

সময়ানুবর্তিতা:

আপনার চাকুরির ইন্টারভিউতে দেরি করবেন না। বরং, দশ-পনেরো মিনিট আগে পৌঁছনোর চেষ্টা করুন যেন প্রথম আপনি স্থায়ীভাবে বসতে পারেন, এবং আপনার ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে পারেন।

স্নায়বিক অস্থিরতায় ভোগা:

আপনি চেষ্টা করবেন ইন্টারভিউয়ের আগে এবং ইন্টারভিউয়ের সময় স্নায়বিক অস্থিরতায় না ভুগতে। এটি অবাঞ্ছিত অস্থিরতা এবং উদ্বেগ তৈরি করে। কোনও নিয়োগকর্তা একজন স্নায়বিক অস্থির সহকর্মী চান না।

মিথ্যা:

যদিও চাকুরির ইন্টারভিউতে এটি কমন যে আপনার জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করবেন, তথাপি কোনও মিথ্যা তথ্য প্রদান করা নিতান্তই ভুল। সততা একজন কর্মীর সবচেয়ে বড় গুণমান এবং একজন নিয়োগকর্তা ইন্টারভিউতে আপনার সত্য ও সততাকে সম্মান করবেন। আপনি কোথাও কাজ না করে থাকলে এই ধরনের কিছু আছে বলে দাবি করবেন না।

এই সাধারণ টিপসগুলো চাকুরির ইন্টারভিউ পর্বে আপনাকে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যেই আপনি হয়তো একটি চমৎকার ইন্টারভিউ পর্ব অতিক্রম করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবসময় একটি ভালো ইন্টারভিউ না-ও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে আপনার জীবনবৃত্তান্ত এবং তথ্যসূত্রের উপর ফোকাস করা আবশ্যক।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

target@কেরিয়ার
আপনার সফল কেরিয়ারের চাবিকাঠি হয়ে উঠুক

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই
তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী চান
jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

পেশা মন্থন

ই-মেইল মার্কেটিং

পড়াশোনা বা চাকরির ফাঁকে উপার্জনের জন্য ভাবতে পারেন ই-মেইল মার্কেটিংয়ের কথা

ই-মেইল মার্কেটিং কী?

ই-মেইল মার্কেটিং হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরাসরি টার্গেটেড ক্রেতার ই-মেইলে কোনও পণ্য বা সেবার বিবরণসহ অন্যান্য তথ্যাবলি প্রেরণ করা হয়। ক্রেতা ওই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাগুলো ই-মেইলের মাধ্যমে পেয়ে সেটি কিনতে আগ্রহী হন। অনেকের ধারণা, ই-মেইল মার্কেটিং শুধুমাত্র মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছনো, কিন্তু

বাস্তবিক অর্থে এটি কোনও প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের কোনও পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ—আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা ওয়েবসাইট আছে যাতে প্রতিদিন কয়েক হাজার ভিজিটর আসে। তারা সাধারণত আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য বা সেবা গ্রহণ করে এবং ব্যবহার শেষে চলে যায়। আপনি পরবর্তীতে আপনার ওয়েবসাইটে নতুন কোনও তথ্য যোগ করলে তা ওই ভিজিটররা জানতে পারেন না। এমনকী ওই ভিজিটররা পরবর্তীতে আপনার ওয়েবসাইটে না-ও আসতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি তাঁদের ই-মেইল নিউজলেটারের মাধ্যমে তাঁদের কাছে আপনার নতুন পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত তথ্য পাঠান, তাহলে তাঁরা তা জানতে পারবেন, যা পরবর্তীতে বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ জন্য ক্রেতাকে ই-মেইল অ্যাড্রেস সাবমিটের অফার করতে হয়, যা অধিকাংশ ওয়েবসাইট করে থাকে। এছাড়া ট্রানজ্যাকশনাল ই-মেইল যেমন সাইনআপ কনফার্ম, ইনভয়েস, পাসওয়ার্ড রিকভারি ইত্যাদি কোনও ওয়েবসাইটকে কার্যকর রাখতে ব্যবহার করা হয়, যা ই-মেইল মার্কেটিংয়ের অংশ। বর্তমানে কোনও ওয়েবসাইটে ই-মেইল ফাংশন না থাকলে ওই ওয়েবসাইটকে অকেজো ওয়েবসাইট বলে ধরা হয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ই-মেইল মার্কেটিং করার জন্য প্রায় ১.৫১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়, যা বর্তমানে ২.৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আরেকটি মজার তথ্য হচ্ছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত বিক্রি হয়, তার ২৪ শতাংশই ই-মেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে। সুতরাং তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ব্যবসা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ই-মেইল মার্কেটিং কতটা অপরিহার্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই সেক্টরে কাজ করার জন্য কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন?

ই-মেইল মার্কেটিংকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক ভাবে ইমেইল নিউজলেটার তৈরি করে কোনও ত্রিপাক্ষিক ই-মেইল মার্কেটিং ওয়েবসাইট, যেমন: অ্যাওয়েবার, গেট রেসপন্স, আইকনট্যাক্ট, কনস্ট্যান্ট কনট্যাক্ট ইত্যাদি থেকে মার্কেটিং করা যেতে পারে বা এই দক্ষতাই কাজে লাগিয়ে অনলাইন মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্টদের কাজ করে ই-মেইল মার্কেটিংয়ে কেরিয়ার গড়া যেতে পারে। এই জন্য মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ এইচটিএমএল এবং সিএসএস শিখতে হবে। কোনও প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ জানার প্রয়োজন হয় না। তবে অ্যাডভান্স লেভেলের মার্কেটিং করতে চাইলে অবশ্যই সার্ভার, ডোমেইন, হোস্টিং, আইপি, পোর্ট, ডিএনএস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রটিতে কাজের পরিধি বাড়াতে হবে এবং বাড়বে আয়ও।

কারা এই সেক্টরে ভালো করতে পারে?

এই সেক্টরে ভালো করার জন্য কাজ জানার পাশাপাশি প্রথম শর্ত হল ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা। আপনি যদি খুব ভালো ই-মেইল মার্কেটিং জানেন, কিন্তু ইংরেজি ভালো জানেন না, তাহলে আপনি মার্কেট প্লেসে কেরিয়ার গড়তে পারবেন না। এছাড়াও যে-বিষয়গুলো দরকার, সেগুলো হচ্ছে ধৈর্য, কাজ শেখার প্রবল ইচ্ছা, কর্মঠ হওয়া, সময় মেনে কাজ করা, দায়িত্বশীলতা, টার্গেট নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ই-মেইল মার্কেটিংয়ের পদ্ধতি পরিবর্তন হচ্ছে। ই-মেইলগুলোও আপডেট হচ্ছে। তাই প্রতিনিয়ত এসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর পরিপূর্ণ সফলতা পেতে হলে ই-মেইল মার্কেটিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছু ধীরে ধীরে শিখে নিতে হবে।

নির্ভরযোগ্যতার বিচারে কেরিয়ার হিসাবে ই-মেইল মার্কেটিং?

এখন দেশি ও বিদেশি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ই-মেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কারণ ইমেইল মার্কেটিং অন্যান্য মার্কেটিং মেথড থেকে বেশি ফলপ্রসূ এবং খরচও কম। আর ই-মেইল মার্কেটিংয়ের ফলাফল খুব দ্রুত জানা যায়। অনলাইন মার্কেট প্লেসগুলোতে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ই-মেইল মার্কেটিংয়ের জব আসে। এছাড়া বর্তমানে হাজার হাজার অ্যাফিলিয়েট ফার্ম আছে, যারা তাদের প্রাইমারি মার্কেটিং মেথড হিসাবে ই-মেইল মার্কেটিংকে বেছে নিয়েছে। এদিকে উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি ভারত তথা কলকাতাতেও ই-মেইল মার্কেটিংয়ের ব্যবহার প্রচুর বেড়েছে। সামনের দিনগুলোতে এর চাহিদা আরও বাড়বে। সুতরাং অনলাইন মার্কেট প্লেস হোক বা দেশে, যে কোনও জায়গায়ই ই-মেইল মার্কেটিংয়ে নির্ভরযোগ্য কেরিয়ার গড়া সম্ভব। আর সঠিক উপায়ে সেটা করতে পারলে সফলতা আসবেই।

এখানে কাজের সুযোগ কতটা?

এই সেক্টরে যেহেতু অল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে, সেহেতু যে কেউ ই-মেইল মার্কেটিংয়ের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবে। চাকরি বা পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বিতীয় আয়ের উৎস হিসাবে এই পেশা বেছে নিতে পারেন। দেশের কিংবা আন্তর্জাতিক ২/৩ জন ক্লায়েন্টের কাজ করা যেতে পারে। তবে পড়াশোনা বা চাকরি অবশ্যই ঠিক রেখে দিনের অলস সময়ে অথবা সময় বের করে এই কাজও করা যায়। পরে অভিজ্ঞ হয়ে গেলে এটাকে পূর্ণ কেরিয়ার করার চিন্তা করা যাবে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

ব্যবসা মন্থন

বুটিক

সালমা আহমেদ

সৃজনশীল কাজে আপনার আগ্রহ থাকলে আপনার বেকার বসে থাকার সুযোগ নেই। বুটিক ব্যবসায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেই হয়ে উঠতে পারেন স্বাবলম্বী। অনেকেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এই পেশা বেছে নিচ্ছেন এবং লাভবানও হচ্ছেন। ব্যবসায়িক বুদ্ধি, রুচিবোধ, গ্রাহকের মানসিকতা, সৃজনশীলতা থাকলে আপনিও হতে পারেন একটি বুটিক হাউসের কর্ণধার।

প্রাথমিক প্রস্তুতি: যে কোনও কাজ শুরুর আগে সে কাজ সম্পর্কে ভালো ধারণা করে নেওয়া উচিত। এটা কাজের প্রাথমিক ধাপ। দোকানের অবস্থান, আপনার কাজের স্বকীয়তা এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে আপনার বুটিক হাউসের ব্যবসায় নামা উচিত। সবচেয়ে ভালো হয়, এই পেশায় অভিজ্ঞ এমন কারওর থেকে পরামর্শ ও প্রাথমিক ধারণা নিতে পারলে। তাছাড়া ইন্টারনেট ও পত্রিকায়ও এ-সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।

ব্যবসা শুরু করতে কী কী লাগবে তার একটা তালিকা শুরুতেই তৈরি করে নেওয়া ভালো। এতে আপনি মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়েই কাজে নামতে পারবেন। কত টাকা লাগবে, কোথায় ব্যবসাটি ভালো লাভজনক হবে, কোন ধরনের পোশাক তৈরি করবেন, আয়-ব্যয় কেমন হবে, কাদের মাধ্যমে বিক্রি করবেন, কাপড় বা পোশাকে ব্যবহৃত পণ্যগুলো কোথায় পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি জেনে এবং প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও ফোন নম্বর জোগাড় করে তবেই বুটিক ব্যবসায় নামা উচিত।

যেভাবে শুরু করবেন: প্রথমেই বড় পরিসরে কাজ শুরু না করাই ভালো। কেননা, অনেক সময়ই দেখা যায় ভালো অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সঠিক স্থান নির্বাচন করতে না পারার কারণে ব্যবসায় লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়। পুঁজি কম হলে কয়েক মাস নিজের বাড়িতেই প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। ঈদ,পুজো নববর্ষসহ বিভিন্ন উৎসবে, যখন প্রায় সবাই নতুন পোশাক কেনেন, তখন প্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। ১০-২০ হাজার টাকা মাসিক ভাড়া দিয়েই একটি ভালো শো-রুম নিতে পারেন। তবে টাকার পরিমাণ দোকানের অবস্থান, আকার, চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম-বেশি হতে পারে।

স্থান নির্বাচন: বুটিক হাউসগুলো সাধারণত একই স্থানে গড়ে ওঠে। কারণ সেখানে গেলে একসঙ্গে অনেক দোকান বা মার্কেট ঘুরে-দেখে কাপড় কেনা যায়। সে কারণে ক্রেতারাও সেখানেই বেশি যায়। একটি মাত্র দোকান দেখে মানুষ সচরাচর সেখানে যেতে চায় না। তাই স্থান নির্বাচনে সতর্ক থাকুন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: বুটিকের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হল টেলারিং মেশিন, কাঠের ডাইস, রং, বিভিন্ন রংয়ের সুতো, সুচ ও সবশেষে কাপড়। আরও লাগবে কর্মী যাঁরা মেশিনে কাপড় সেলাই করে, পোশাক বাজারজাত করবেন। প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কিনতে ৫-৮ হাজার টাকা হলেই চলে। বড়বাজার, নিউমার্কেটে এসব উপকরণ পাওয়া যায়। কেনার সময় সঙ্গে অভিজ্ঞ লোক থাকলে ভালো হয়।

বাজারজাতকরণ: দেশ-বিদেশে বুটিক হাউসের পোশাকের ভালো চাহিদা আছে। সবাইকে জানিয়েই ব্যবসায় নামা ভালো। ক্রেতাদের সন্তুষ্টি এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে পোশাক ভালো চলবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল কম দামে ভালো ও আধুনিক মানের পোশাক সরবরাহের লক্ষ্য থাকলে ব্যবসার সুনাম বাড়বে এবং দিন দিন এটি সম্প্রসারিতও হবে।

পোশাকের ধরন: পোশাকে অবশ্যই স্বকীয়তা থাকতে হবে। সুতি, খাদি, সিল্ক ইত্যাদি কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া বাজারে কাপড়ের চাহিদার ওপরে ভিত্তি করে কাপড় নির্বাচন করুন। বুনন পর্যায়ে নিজের নকশা ব্যবহার করলে বিভিন্ন এলাকার একেক বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। ধীরে ধীরে আপনি নিজেই কাপড় কাটা, সেলাই, এমব্রয়ডারি, ব্লক প্রিন্ট, জরি, চুমকি-পুঁতির কারখানা গড়ে তুলতে পারলে ব্যবসার জন্য ভালো হবে।

বৈধতার কাগজপত্র: ব্যবসা শুরুর আগে অবশ্যই নিকটস্থ পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন অফিস থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি-এর বিনিময়ে ট্রেড লাইসেন্স করিয়ে নিন।

প্রচার: ব্যবসা শুরুর আগে প্রচার চালালে মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। লিফলেট এবং পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারের কাজ শুরু করতে পারেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন, এমনকী টিভিতেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। স্টেজ শো-র মাধ্যমে আপনার পোশাক অন্যের সামনে সহজেই তুলে ধরতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের

- এটি একটি সৃজনশীল পেশা। ভালো লাগার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- দোকানের নাম ও লোগোসহ শপিং ব্যাগ তৈরি করে নেবেন।
- ভবিষ্যতের কথা ভেবেই প্রতিষ্ঠানের নাম এবং লোগো বাছাই করুন।
- ক্রেতাদের সহজ যোগাযোগের জন্য দোকানের সহজ ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিয়ে দেবেন।
- মানুষের ফ্যাশন ও রুচির পরিবর্তন হতে পারে। সেই অনুযায়ী আপনার পোশাকের নতুনত্ব আনার চেষ্টা করুন।
- ভালো মানের কারিগর সংগ্রহ করুন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কাঁচামাল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

উদ্যোক্তা হবার পদক্ষেপ

প্রথম পাতার পর

এবং কোনটি আপনি গ্রহণ করতে চান।

দ্বিতীয়ত, এরপর একটি বিজনেস প্ল্যান লিখুন। তবে পরিকল্পনা করার সময় বাস্তব ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবেন। সময় নিয়ে আপনার পণ্য/সেবার প্রতিটি পদক্ষেপ ভালো ভাবে যাচাই করুন। আপনার বিজনেস প্ল্যানে নীচের বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করতে পারেন:

পণ্য/সেবার বিবরণ: আপনার পণ্য/সেবাটি কেমন হবে, কী কী মেটিরিয়াল আপনার প্রয়োজন হবে, আপনার পণ্যটিকে কীভাবে আকর্ষণীয় করবেন।

মার্কেট অ্যানালিসিসি: আপনার পণ্য/সেবা-র গ্রহীতা কারা, তাঁরা কোথায় কেনাকাটা করেন, তাঁরা কোন স্থানে বসবাস করেন এই বিষয়গুলোর একটা তালিকা করে নিন। তাহলে আপনার কাজের ক্ষেত্র অনেকটাই সহজ হবে।

প্রতিযোগিতা: আপনার প্রতিযোগী কে হবেন? তাঁরা ব্যবসায় কেন এবং কোনদিক থেকে শক্তিশালী? আপনি কীভাবে তাঁদের প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলবেন এই বিষয়টা ভালোভাবে যাচাই করে নিন। এবং প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে কীভাবে নিজে ব্যবসায় সফল হবেন সেই ব্যাপারে সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

মার্কেটিং: আপনার পণ্যের মার্কেটিং কীভাবে করবেন? কীভাবে আপনার পণ্যকে ক্রেতার কাছে দেখাতে চান? আপনি কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপন দেবেন? আপনার প্যাকেজিং লাইন কী হবে? সেই বিষয় ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সেলস: আপনি কোথায় বিক্রয় করবেন? আপনার কাস্টমারদের আপনার পণ্য কেনার জন্য আপনি কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন? কখন আপনি বিক্রয় শুরু করবেন? আপনার সেলস পূর্বাভাস কী হবে? এই বিষয়ে আগে থেকে পরিকল্পনা করে নেওয়া খুব দরকার।

উৎপাদন: আপনার পণ্য আপনি কীভাবে তৈরি করবেন? এই সব পদক্ষেপগুলো লিখে নিন। আপনার পণ্য উৎপাদনে কোন কোন মেটিরিয়াল আপনার প্রয়োজন হবে? কখন, কীভাবে এবং কোথায় আপনি উৎপাদন করবেন? আপনার পণ্যের দাম কী হবে? সেই বিষয়ে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অর্থের যোগান: আপনার ব্যবসা শুরু করার জন্য কত টাকার প্রয়োজন হবে? টাকার জোগান কীভাবে হবে?

লাভের হিসাব: আপনার কী পরিমাণ পণ্য কত দামে বিক্রয় করতে পারলে আপনার লাভ হবে, কত সময় পরে আপনি লাভ করতে পারবেন বলে আশা করছেন? সেই বিষয়গুলো আগে থেকে ভেবে রাখুন। যাতে পরে এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়।

তৃতীয়ত, যদি বিজনেস প্ল্যান না করতে চান: মার্কেটিং, সেলস এসব বিষয়ে ধারণা নেই বলে যদি আপনি প্রথমে কোনও প্ল্যান তৈরি করতে না চান, সেক্ষেত্রে আপনি যে পণ্যটি বিক্রয় করতে চাইছেন তা বিক্রয় শুরু করুন, দেখুন কাস্টমারকে খুশি করতে পারছেন কিনা এবং মানুষের কাছ থেকে রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন। তারপর আরও পণ্য জোগান দিতে শুরু করুন, এভাবে বাজারের সম্পর্কে আপনি বাস্তব ধারণা নিতে পারবেন এবং সহজেই অনুমান করতে পারবেন কীভাবে আপনি আপনার পণ্যটিকে আরও বেশি যথাযথ ভাবে তৈরি করতে পারবেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগকারী জোগাড় করুন: টার্গেট করুন কাঁদের কাছে বা কোন কোম্পানিগুলোর কাছে বিনিয়োগ আশা করছেন। আপনার আইডিয়াটা যদি ভালো হয়, তাঁরা অনায়াসে আপনার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন।

কেন আপনার পণ্যটি সবচেয়ে ভালো হবে? বাজারে আপনার পণ্য অন্যদের তুলনায় কীভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে আসতে পারবে—এই সব বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে প্রেজেন্টেশনের জন্য তৈরি করুন।

আপনি কী পরিমাণ প্রোফিট করতে পারবেন বলে আশা করছেন এবং বিনিয়োগকারী কত শতাংশ প্রোফিট পাবেন অথবা তাঁদের অন্যান্য আর কী লাভ হবে সেটা তাদের কাছে ভালোভাবে তুলে ধরুন।

তবে সাধারণত বিনিয়োগকারীরা বাজারে প্রচলিত এবং সফল ব্যবসাতে বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হন। কারণ এতে তাঁরা রিস্ক ফ্রি থাকতে পারবেন বলে মনে করেন। তাছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের সময় তাড়াতাড়ি লাভের অথবা বেশি লাভের আশায় বিভিন্ন ব্যবসায়িক শর্ত জুড়ে দেন, যা আপনার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক পরিচালনার ধারণাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই বিনিয়োগকারী ছাড়াই যদি স্বল্প পরিসরে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন তাহলে প্রাথমিক ভাবে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে শুরু করতে পারেন, কারণ এক্ষেত্রে আপনার ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই থাকবে। তাই আপনার স্বপ্নের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে না তুলে দিয়ে প্রয়োজনে ছোট পরিসরে নিজেই ব্যবসায় বিনিয়োগ করুন।

পঞ্চমত, বিক্রয় করা: এবার আপনার পণ্য ডিস্ট্রিবিউট এবং বিক্রয় শুরু করুন। যখন আপনি আয় করতে শুরু করবেন, তার মানে আপনার ব্যবসা আপনি শুরু করতে পেরেছেন। এখন আপনি জানতে পারবেন, আপনার টার্গেট করা মার্কেট সম্পর্কে, জানতে পারবেন কোন প্ল্যান কার্যকর আর কোনটা কার্যকর হচ্ছে না। আপনার নতুন নতুন ব্যবসায়িক প্ল্যান করার প্রয়োজনীয় রসদ এখন আপনি পাবেন আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এবং আরও বেশি উন্নত পরিকল্পনার গ্রহণ করতে পারবেন। আর যদি পণ্য/সেবা বাজারে আনার পরও আশানুরূপ আয় না করতে পারেন, তাহলে তার কারণ খুঁজে বের করুন, কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং সমাধান করুন।

ষষ্ঠত, নেটওয়ার্ক বাড়ান: অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান। সামাজিক ভাবে আরও বেশি উদ্যোক্তার সঙ্গে আপনি নেটওয়ার্ক বাড়াতে পারলে আপনার সঙ্গে নতুন নতুন মানুষের যোগাযোগ দিনে দিনে বাড়বে যা আপনার জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করবে। তাছাড়াও আপনি শিখতে পারবেন উদ্যোক্তারা কীভাবে চিন্তা করেন, তাঁদের আচরণ, ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরির ক্ষমতা, একই উদ্যোগের বহুমুখী ব্যবহারের পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো, যেগুলো আপনি টাকা দিয়ে কোথাও শিখতে পারবেন না।

উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আপনাকে হিসাব করে চলতে হবে, ভেবে-চিন্তে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার নিজস্ব আইডিয়াগুলোও যুক্ত করতে পারেন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশনে ১৪০ টেকনিশিয়ান, মেকানিক, ড্রাইভার

১৪০ জন কর্মী নেবে মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশন। নিয়োগ হবে টেকনিশিয়ান, মেকানিক, অ্যাসিস্টেন্ট সহ বিভিন্ন পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 03/Rectt./2016

শূন্যপদের বিবরণ: টেকনিশিয়ান ৪০টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১১) শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে মেকানিক (আর্থ মুভিং মেশিনারি) বা মোটর মেকানিক বা ডিজেল মেকানিক বা ফিটার ট্রেডে আইটি আই কোর্স পাস। ড্রিলিং ট্রেডে ড্রিলিং রিগ ব্যবহার ও ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা।

মেকানিক: ২০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে মেকানিক (আর্থ মুভিং মেশিনারি) বা মোটর মেকানিক বা ডিজেল মেকানিক বা ফিটার ট্রেডে আইটি আই কোর্স পাশ। হাইড্রোলিক সিস্টেম রিপেয়ারিং ও মেন্টেনেন্সের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন: ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা।

ড্রাইভার: ২০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে হেভি ও লাইট ভেহিকল লাইসেন্স থাকতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন: ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেটেরিয়াল): ১৮টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ম্যাথমেটিক্স সহ স্নাতক বা বি কম। সঙ্গে কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন: ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা।

ফোরম্যান (ড্রিলিং): ১৮টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক ড্রিলিং সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ৯৫০০-২৪৮০০ টাকা।

টেকনিশিয়ান (স্যাম্পলিং): ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি এস সি। ড্রিল কোর মাইন স্যাম্পলিং-এর কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা

মেশিনিস্ট: ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে টার্নার বা মেশিনিস্ট বা গ্রাইন্ডার বা মিলার ট্রেডে আইটি আই কোর্স পাস। সঙ্গে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। বেতন ৮৫০০-১৮৬০০ টাকা

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সার্ভে অ্যান্ড ড্রাফটসম্যান): ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সার্ভে বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা। সঙ্গে অটো ক্যাড-এর সার্টিফিকেট। সংশিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। মিনারেল এক্সপ্লোরেশন বা জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপিং বা টেপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন ৯৫০০-২৪৮০০ টাকা।

বয়স ১৩-১২-২০১৬ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা স্কিল টেস্ট বা ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র নাগপুর।

অনলাইন আবেদন করুন এখানে: www.mecl.gov.in। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

সঙ্গে দেবেন (১) প্রার্থীর এক কপি স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। (৫০ কেবির মধ্যে), (২) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের পিডিএফ (৩৫০ কেবির মধ্যে) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (৩) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের পিডিএফ (৩৫০ কেবির মধ্যে)। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (৪) প্রার্থীর কালো কালিতে করা সই এর স্ক্যান (২০ কেবির মধ্যে)।

ফি দিতে হবে ব্যাংক চালান-এর মাধ্যমে ১০০ টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বা পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের যে কোনও শাখায়। চালান উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করবেন। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী বা প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

অনলাইন আবেদন এর সাবমিশনের পর পূরণ করা ফর্মের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড কপি নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত জানতে recruitment@mecl.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন বা যোগাযোগ করুন।

নেভিতে স্টুয়ার্ড , শেফ, হাইজিনিস্ট

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু স্টুয়ার্ড, শেফ, হাইজিনিস্ট নেবে ভারতীয় নৌবাহিনী। স্টুয়ার্ড ও শেফ নিয়োগ হবে ম্যাট্রিক্স এবং হাইজিনিস্ট হবে নন ম্যাট্রিক্স রিক্রুটস ক্যাটেগরিতে। ০২/২০১৭ ব্যাচে নিয়োগ হবে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে। শুধুমাত্র অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ম্যাট্রিক্স এন্ট্রির ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং নন-ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ক্লাস সিক্স পাস।

বয়স: ১-১০-২০১৭ তারিখে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১-১০-১৯৯৬ থেকে ৩০-০৯-২০০০ এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। বুকের ছাতি ৫ ইঞ্চি ফোলাতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সাথে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: শেফ ও স্টুয়ার্ডদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৩৬, চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/১২।

হাইজিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬০, চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/২৪।

ট্রেনিং: শুরু হবে আইএনএস চিলিকায়, তারপর বিভিন্ন ন্যাভাল ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্ট-এ। ১৫ সপ্তাহের বেসিক-এর পর। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড ৫৭০০ টাকা। সফল হলে বেতন ক্রম ৫২০০-২০২০০ টাকা। সাথে মিলিটারি সার্ভিস পে ও গ্রেড পে ২০০০ টাকা করে। মাস্টার চিফ পেটি অফিসার ওয়ান র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত, শারীরিক সক্ষমতা ও মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে। শেফ ও স্টুয়ার্ড পদের ক্ষেত্রে থাকবে ইংরেজি, জেনারেল নলেজ, ম্যাথমেটিক্স ও সায়েন্স বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন। সময়সীমা ১ ঘণ্টা। হাইজিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও অঙ্ক বিষয়ে অবজেক্টিভ প্রশ্ন, সময়সীমা ৪৫ মিনিট। শারীরিক পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। ২০টি স্কোয়াট/ ১০টি পুশ আপ। শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা।

প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি-এর সাহায্যে দরখাস্ত করুন www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইটে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের পর পূরণ করা দরখাস্তের ২ কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এক কপি নিজের কাছে রাখবেন, অপর কপি পাঠাতে হবে।

আবেদন পত্রের সাথে দেবেন: (১) প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। সঠিক স্থানে সেঁটে দেবেন এবং ফোটোর উপর সই করবেন। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের প্রত্যয়িত নকল। (৩)বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৪) ডোসিমাইল সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৫) এনসিসিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (থাকলে), (৬) নাম-ঠিকানা লেখা ও ১০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ২২ x ১০ সেমি মাপের একটি খাম।

বাদামি রঙের দরখাস্তের খামে লিখবেন, MR/NMR- OCT 2017 (02/2017), STATE WEST BENGAL, BRANCH _____ (শূন্যস্থানে পদের নাম লিখবেন)।

৯ জানুয়ারির মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ম্যাট্রিক্স রিক্রুট এন্ট্রির শেফ ও স্টুয়ার্ড এর ক্ষেত্রে এই ঠিকানায় P.O BOX NO. 2, LODHI ROAD POST OFFICE, NEW DELHI 110003.

নন ম্যাট্রিক্স এন্ট্রির হাইজিনিক-এর ক্ষেত্রে এই ঠিকানায়: P.O BOX NO. 5270, CHANAKYAPURI POST OFFICE, NEW DELHI 110021

বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

আর্মিতে কয়েকশো ডাক্তার

কয়েকশো ডাক্তার নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। শর্ট সার্ভিস কমিশনে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগ হবে। ইন্টারভিউ হবে কলকাতায়।

শিক্ষগত যোগ্যতা: এমবিবিএস। ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে বা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ায় স্থায়ী ভাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদনযোগ্য।

বয়স: ৩১-১২-২০১৭ এর তারিখে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ১৭১৬০-৩৯১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৬১০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬০০০ টাকা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ক্যাপ্টেন র‍্যাংকে নিয়োগ হবে, মেজর র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতি হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ৯ থেকে ১৯ জানুয়ারি ইন্টারভিউ হবে। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। এরপর মেডিক্যাল এগজামিনেশন হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে www.amcsscentry.gob ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর নাম রেজিস্টার্ড না থাকলে নতুন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনে রাখবেন অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট (পিডিএফে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি ২০০ টাকা। অনলাইনে ডেবিট, ক্রেডিট বা নেট ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে দিতে হবে এবং শেষে ট্রানজ্যাকশন নম্বর পাওয়া যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত জমা দেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এর পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টের জেনারেটেড কপি নিয়ে নেবেন। এটা ইন্টারভিউয়ের সময় প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন। ফোন: ০১১-২৩০৯৩৭৪০।

রেল বিকাশ নিগমে ইঞ্জিনিয়ার

(আজই আবেদন করার শেষদিন)

বেশ কিছু সাইট ইঞ্জিনিয়ার নেবে রেল বিকাশ নিগম। প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড সিগনাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন শাখায়। ২০১৫ বা ২০১৬ সালের গেট পরীক্ষার স্কোর থাকতে হবে।

বেতন: প্রতিমাসে ২৭০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রাথমিক ভাবে গেট পরীক্ষার স্কোরের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কলকাতায় ইন্টাভিউয়ের সম্ভাব্য তারিখ ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি।

অনলাইন আবেদনের জন্য দেখুন www.rvnl.org ওয়েবসাইট। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেবেন। পূরণের পর সিস্টেম জেনারেটেড একটি দরখাস্তের কপি নিজের কাছে রাখবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত জানতে উপরের ওয়েবসাইট দেখুন বা সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৬ টার মধ্যে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ০৭০৪২৮৬৭৯৮০।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

মুম্বই পোর্ট ট্রাস্টে ২৫৯ অ্যাপ্রেন্টিস

২৫৯জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ দেবে মুম্বই পোর্ট ট্রাস্ট। অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুসারে ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টেন্ট ট্রেড এবং মেকানিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায়।

শূন্যপদের বিবরণ: ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস– প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টেন্ট ২৪৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক বা সমতুল, সেই সঙ্গে আইটিআইয়ের কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্টেন্ট ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। স্টাইপেন্ড ৭৭৪১ টাকা প্রতি মাসে।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস–মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ৩ টে করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা। স্টাইপেন্ড ৩৫৪২ টাকা প্রতি মাসে।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস–ইলেকট্রিক্যাল ৩ টি এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির স্নাতক। স্টাইপেন্ড ৪৯৮৪ টাকা প্রতি মাসে।

বয়স: ১-৩-২০১৭-এর তারিখে ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে। গ্র্যাজুয়েট ও টেকনিশিয়ানদের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। তফসিলিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

সরকারি নিয়মানুসারে মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, তফসিলি, ওবিসি ইত্যাদিদের সিট সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট বয়ান ১৩ জানুয়ারির আগে পাবেন www.mumbaiport.gov.in ওয়েবসাইটে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ২০ জানুয়ারির মধ্যে এই ঠিকানায় যেতে হবে–Mumbai Port Trust Mechanical and Electrical Engineering DepartmenT. Apprentice Training Centre, First floor, Mb.P.T Workshop, Clarke bunder, Mazgaon (East), Mumbai 400010.

আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: (১) প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। সঠিক স্থানে সেঁটে দেবেন এবং ফোটোর উপর সই করবেন।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

(৩) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৪) ট্রেড সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৫) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৭) পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর বা প্যান কার্ডের প্রত্যয়িত নকল।

(৮) আধার কার্ডের প্রত্যয়িত নকল।

(৯) ফি বাবদ ২০ টাকা। ফি দেবেন ক্রসড ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট, ব্যাংকার্স চেক, পে অর্ডার বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে। ফি The Board of The Trustees of The Port of The Mumbai, Bank A/C No: 10996685430, IFSC Code: SBIN0000300-এর অনুকূলে GPO Mumbai প্রদেয় হতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স

ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, বি আর্ক, বি প্ল্যানিং-এর ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা, জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-এর খাতায়-কলমে পরীক্ষা শুরু ২ এপ্রিল। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ এবং ৯ এপ্রিল। পরীক্ষাটি পরিচালনা করে সিবিএসই। পরীক্ষায় বসার জন্য এখন আবেদন করা যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুসারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফর্মেশন টেকনোলজি এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

এখন থেকে ওড়িশা, নাগাল্যাণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা ও উত্তরাখন্ডে জেইই মেন-এর স্কোর না থাকলে কোনও ব্যাচেলর্স ডিগ্রি পড়া যাবে না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। রাজ্য স্তরে কোনও পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

জেইই মেনে উত্তীর্ণরা জেইই অ্যাডভান্সড-এ বসতে পারেন। আইআইটি এবং ধানবাদ স্কুল অব মাইনসে ভর্তির জন্য জেইই অ্যাডভান্সড-এর স্কোর দরকার হয়। উচ্চমাধ্যমিকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স এবং সেই সঙ্গে বায়োটেকনোলজি বা বায়োলজি বা যে-কোনও টেকনিক্যাল ভোকেশনাল বিষয় পড়ে থাকলে বি ই বা বি টেক পড়ার জন্য এবং আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স থাকলে বি আর্ক বা বি প্ল্যানিং-এর পরীক্ষায় বসা যাবে। যারা ২০১৭তে উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছেন তাঁরাও ২০১৭-র জেইই মেন-এ বসার যোগ্য, ২০১৫ সালের আগে উত্তীর্ণরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। সর্বোচ্চ ৩ বার এই পরীক্ষা দেওয়া যায়।

খাতায় কলমে পরীক্ষা ২ এপ্রিল। প্রথম অর্ধ সকাল ৯ টা থেকে সাড়ে ১২ টা (বি ই/ বি টেক), দ্বিতীয় অর্ধ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫ টা (বি আর্ক/ বি প্ল্যানিং)। দুই শাখার পরীক্ষার্থীদের উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে হবে। প্রথম পত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স এবং দ্বিতীয় পত্রে ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট এবং ড্রয়িং টেস্ট হবে। জেইই মেন-এর ব্যুলেটিন-এ সিলেবাস পাওয়া যাবে।

৮ এবং ৯ এপ্রিল দুই অর্ধে বিই এবং বিটেক-এর কম্পিউটারে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কোড ৩৫ এবং পরীক্ষা কেন্দ্র হল কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুর।

পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে www.jeemain.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ২ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করা যাবে।

যে কোনও একটি পত্রের পরীক্ষা খাতায়-কলমে দেওয়ার ফি জেনারেল এবং ওবিসিদের ১০০০ টাকা। মেয়েদের এবং তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ৫০০ টাকা। এবং কম্পিউটারে পরীক্ষা দেওয়ার ফি জেনারেল এবং ওবিসি দের ৫০০ টাকা। মেয়েদের এবং তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ২৫০ টাকা। দুটি পত্রের পরীক্ষা খাতায় কলমে দেওয়ার ফি জেনারেল এবং ওবিসি দের ১৮০০ টাকা। মেয়েদের এবং তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ৯০০ টাকা। এবং প্রথম পত্র খাতায়-কলমে ও দ্বিতীয় পত্র কম্পিউটারে পরীক্ষা দেওয়ার ফি জেনারেল এবং ওবিসিদের ১৩০০ টাকা। মেয়েদের এবং তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ৬৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩ জানুয়ারি।

পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পাবেন মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। মনে রাখবেন জেইই ২০১৭-র অনলাইন আবেদন পত্রে আধার কার্ড নম্বর আবশ্যিক। তাই আধার কার্ড না থাকলে সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। বিস্তারিত জানতে উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।

অক্সিলিয়ারি ট্রেনিং

৫৬৮ জন তরুণীকে অক্সিলিয়ারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির কোর্সে প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। সফল ভাবে ২ বছরের কোর্সের শেষে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের অধীনস্থ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চাকরির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছিন্না বা বিধবা মহিলারা আবেদনের যোগ্য।

আসন সংখ্যা: ৫৬৮ টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। বয়স ১-১০-২০১৬ তারিখে ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ও ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। সরকারি নিয়ম অনুসারে এদের জন্য সিট সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থী সংশ্লিষ্ট জেলার যে আরবান লোকাল বডি বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে বরোর জন্য আবেদন করবেন তাকে সেই আরবান লোকাল বডি বা বরোর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে। আবেদন পত্রের সাথে দেবেন: (১) প্রার্থীর এককপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। সঠিক স্থানে সেঁটে দেবেন এবং ফোটোর উপর সই করবেন। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (৪) প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হবার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (৫) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। (৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে www.wbhealth.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে পূরণ করতে হবে। সকল নথিপত্র ১৮ জানুয়ারির মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাক বা স্পিড পোস্ট অথবা সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলার চিফ মেডিক্যাল অব হেলথ-এর অফিসে। কলকাতার ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির চিফ মিউনিসিপ্যাল হেলথ অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। বিভিন্ন আর্বান লোকাল বডির অন্তর্গত জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আসন সংখ্যা বা অন্যান্য তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন বা ফোন করুন ০৩৩ ১৩৫৭ ৭৯২৮ এ। ইমেল: spmu.nuhm@gmail.com।

নেভিতে টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ

বেশ কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ করা হবে ১০+২ বিটেক ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের মাধ্যমে, পার্মানেন্ট কমিশনে। কোর্স শুরু হবে আগামী বছরের জুলাই থেকে। কেবল অবিবাহিত পুরুষরা আবেদনের যোগ্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথেমেটিক্সে মোট ৭০% ও ইংরেজিতে ৫০% নম্বর প্রয়োজন।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। দৃষ্টিশক্তি- দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬ এবং ৬/৯। চশমা সহ ৬/৬ এবং ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধন যোগ্য। রাতকানা বা বর্ণান্ধতা থাকলে হবে না।

প্রার্থী বাছাই করা হয় সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টার্ভিউ-এর মাধ্যমে। উচ্চমাধ্যমিকে বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন-এ প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ইন্টারভিউ চলবে ভোপাল বা কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনম বা বেঙ্গালুরুতে। ৪ দিনের ইন্টারভিউ-তে প্রথমদিন থাকবে ইন্টেলিজেন্স, পিকচার পারসেপশন ইত্যাদি টেস্ট এবং গ্রুপ ডিসকাশন, প্রথমদিন বাদ পড়লে বাড়ি ফিরে আসতে হবে, উত্তীর্ণ হলে বাকি কয়েকদিন সাইকোলজিক্যাল, গ্রুপ টেস্ট ইত্যাদি ও একদম শেষে ইন্টারভিউ, প্রথম বার যাওয়ার সময় এসি থ্রি টায়ারের রেল ভাড়া পাবেন।

সফলদের এঝিমালায় ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি-তে পাঠানো হবে। সেখানে ৪ বছরের বি টেক কোর্স-এর সার্টিফিকেট পাবেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সমস্ত খরচ নৌবাহিনীর। এরপর চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথম মাইনে ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা, গ্রেড ও মিলিটারি সার্ভিস পে যথাক্রমে ৫৪০০ এবং ৬০০০ টাকা। অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে অফিসার র‍্যাংকে পদোন্নতির সুযোগ আছে।

অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করতে www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন। ২ জানুয়ারির আগে ফর্ম সাবমিট করে ২ কপি প্রিন্টআউট নিজের কাছে রাখবেন এক কপি পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন:

১) প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। সঠিক স্থানে সেঁটে দেবেন এবং ফোটোর উপর সই করবেন।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

(৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

(৪) জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন-এর সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (থাকলে)

দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন, শূন্যস্থানে অ্যাপ্লিকেশন নম্বর (ফর্ম সাবমিটের পর প্রাপ্ত), উচ্চমাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বর বা জয়েন্টের র‍্যাংক লিখবেন। Online Application No _____ Application for 10+2 (B Tech) for June 2017 Course Percentage _____ of JEE Main Rank _____ (As Applicable). NCC C' Yes/No.

সাধারণ ডাকে ১২ জানুয়ারির আগে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: POST BOX NO 04, NIRMAN BHAWAN PO. NEW DELHI 110011

বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

আপনার জন্য
প্রতি বৃহস্পতিবার
target@কেরিয়ার-এর
পাতায় থাকছে বাছাই করা
চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও
কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন
আর UNEMPLOYED থেকে
EMPLOYED হয়ে যান।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

চাকরির টিপস

চাকরি প্রাপ্তির কিছু কার্যকর কৌশল

সদ্য পাস করে যাঁরা এখন চাকরির বাজারে প্রবেশ করছেন, তাঁরা মূলত বাস্তব জগতে পা রাখতে যাচ্ছেন। এটি মূলত নিজস্ব কেরিয়ার গঠনের সময়। এবং একটি পিচ্ছিল রাস্তা। অসাবধানতার কারণে যে কেউ পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন আর তাতে তাঁর কেরিয়ারে নামতে পারে বড় ধরনের ধস। যে কোনও প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও চ্যালেঞ্জিং প্রোফেশনালদের চাহিদা ব্যাপক। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে নিজেকে চাহিদাসম্পন্ন কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন? এর উত্তর একটাই, সেটা হল কৌশল। এই কৌশলই বিশ্বের সফল ব্যক্তিদের বড় বড় সাফল্যের কারণ। তাই যাঁরা চাকরির বাজারে প্রবেশ করেছেন তাঁদের নিম্নোক্ত কৌশলগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—

১) শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেকেই যখন তার কেরিয়ার নির্ধারণ করতে চাইবে তখন তার নিজস্ব যোগ্যতা, দুর্বলতা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হবে। যার যে-বিষয়ে বিশেষ পছন্দ আছে সে বিষয় সম্পর্কে আগেই খোঁজ-খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। নিজ নিজ পছন্দ এবং যোগ্যতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে হবে।

২) দ্রুত চাকরি তাঁরাই পান যাঁরা তাঁদের মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সঠিকক্ষেত্রে সঠিকমাত্রায় প্রয়োগ বা উপস্থাপন করতে পারেন। এই প্রয়োগ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যত বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, আপনার মেধা ব্যবহারের ক্ষমতা ও কৌশল তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

৩) যেখানেই চাকরির দরখাস্ত করুন না কেন, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পেশা বা চাকরি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর রাখবেন। সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয় হল, সেটা আপনার জন্য কতটা উপযোগী তা যাচাই করবেন। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর প্রার্থী বাছাইয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

৪) চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বিষয় হল নেটওয়ার্কিং। নিজস্ব কোনও সুপ্ত মেধা থাকলে তার বিকাশ ঘটিয়ে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যারা আগে চাকরি পেয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাহচর্য এবং প্রতিবেশী, যারা চাকরিজীবী তাদের সাহচর্যে যেতে হবে। যদি নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকে তাদের তা জানাতে হবে। আর তা না থাকলে তাদের কাছে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়ে রাখতে হবে।

৫) যতদূর সম্ভব সুন্দর এবং যুগোপযোগী পোশাক পরিধান করতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদে মানুষের ব্যক্তিত্ব যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি স্মার্টনেসও বৃদ্ধি পায়। জীবনবৃত্তান্তে প্রদত্ত ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকরি প্রাপ্তিতে প্রার্থীকে অবশ্যই পেশাগতভাবে দক্ষ হতে হবে। কেননা চাকরি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি ফ্রেশ প্রার্থীদের চেয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

৬) হতাশ হওয়া যাবে না কোনও অবস্থাতেই। কারণ বাস্তব জগৎ যেমন কঠিন তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। দু-একবার ব্যর্থ হয়ে হতাশ হলে কপালে চাকরি জুটবে না। তবে চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যবধানটা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা থাকা উচিত। আকাশকুসুম কল্পনা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা করাও উচিত নয়। প্রথমেই ফুলটাইম চাকরি না পেলে পার্টটাইম চাকরিও করা যেতে হবে। এক্ষেত্রে চাকরি না-পাওয়ার হতাশা কিছুটা কাটবে। তবে তার চেয়েও বড় কথা অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে, যা একজন প্রার্থীর চাকরির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা কতটুকু কাজে দেবে। যদি তা ভিন্ন ধরনের হয় তাহলে গভীর চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

৭) সুযোগ চিনে নেওয়ার ক্ষমতাও (ability to recognize opportunity) চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বিচক্ষণতা। যাঁরা এক্ষেত্রে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাঁরাই ভালো ভালো অফারগুলো গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য সিদ্ধান্তহীনতায় অনেক সুযোগ নষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই অক্ষমতা (inability of decison making) কারওর কারওর ক্রমেই অভ্যাসে পরিণত হয়।

৮) সুযোগ চিনে নিতে হলে চ্যালেঞ্জিং মানসিকতা থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট চাকরি বা পেশার বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করে ঝুঁকি নিতে হয়। চাকরিতে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ অনেক সময় মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস বড় বড় সাফল্য এনে দেয়।

সর্বোপরি বলা যায়, সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাকরির বাজারেও আপনাকে নিতে হবে নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয়। প্রতিনিয়ত সনাতনী চিন্তাধারার বিলুপ্তি ঘটছে। আসছে নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা। আপনার নিজের যোগ্যতা, চাকরির বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি, চাকরিদাতাদের চাহিদা ও মনোভাব ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঠিক সমন্বয় সাধনের বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। চাকরিদাতাদের কাছে আপনার সঠিক উপস্থাপনটা যত কৌশলের সঙ্গে তথা ভালো ভাবে করতে পারবেন, আপনার চাকরি পাওয়ার পথও সুগম হবে।

লিংকডইন: চাকরি পাওয়ার সহায়ক

প্রথম পাতার পর

থেকে পেতে পারেন কেরিয়ার সম্পর্কে বিভিন্ন টিপস ও আইডিয়া, যা আপনার চাকরি পাওয়ার পথকে আরও সহজ করে তুলবে।

পেতে পারেন আপনার যোগ্যতার সুপারিশ: লিংকডইন পরিবারে আপনার সঙ্গে যুক্ত পেশাদারদের কাছ থেকে আপনি পেয়ে যেতে পারেন আপনার বিভিন্ন পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সুপারিশ। চাকরিদাতারা ইন্টারভিউয়ের আগে অনেক সময় ভিজিট করেন প্রার্থীর লিংকডইন প্রোফাইল। এ ক্ষেত্রে পেশাদারদের সুপারিশ আপনাকে এগিয়ে রাখবে চাকরিদাতাদের কাছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার চাকরি পাওয়ার একটা ধাপ এগিয়ে থাকবে।

পেশাদারদের গ্রুপ: লিংকডইনে আপনি যোগ দিতে পারবেন বিভিন্ন গ্রুপে। গ্রুপগুলো আপনার জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা দুটোই বাড়াতে সাহায্য করবে। এছাড়া এসব গ্রুপের মাধ্যমে আপনি পরিচিত হতে পারবেন দেশি-বিদেশি পেশাদারদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরিদাতারাও। ফলে আপনার অভিজ্ঞতার পরিধিটাও অগ্রসর হবে।

লিংকডইন সিভি: লিংকডইনে অনলাইনে তৈরি করতে পারবেন আপনার জীবনবৃত্তান্ত বা সিভি। একটি আকর্ষণীয় এবং পেশাদার সিভি থাকলে আবেদন ছাড়াই পেয়েও যেতে পারেন চাকরির প্রস্তাব। যদি সেটা হয় তাহলে চাকরি খোঁজার জন্য অযথা এদিক-ওদিক আপনাকে দৌড়তে হবে না। লিংকডইনে একটা প্রোফাইল আপনাকে ঘরে বসেই চাকরির সন্ধান দিতে পারে।

তাই ফেসবুক-ট্যুইটারে অযথা সময় না কাটিয়ে, কেরিয়ার গড়তে যুক্ত থাকতে পারেন লিংকডইনের সঙ্গে। যদি এখনও লিংকডইনে প্রোফাইল না থাকে, যদি আপনি একটা পছন্দের চাকরির সন্ধানে থাকেন, তাহলে আর দেরি না করে লিংকডইনে প্রোফাইল খুলে ফেলুন। কে বলতে পারে সেখান থেকেই আপনি পেয়ে যেতে পারেন আপনার পছন্দের এবং উপযুক্ত চাকরি।

মুন্নি আহমেদ

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com	careerage.com
monster.com	jobstreet.co.in
timesjobs.com	jobsDB.com
shine.com	jobisjob.com
placementIndia.com	sarkarinaukri.com

কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে জানান আমাদের মেল করে।
jugasankha.suppli@gmail.com

আগামিকাল বি না মূ ল্যে